জটিল আন্তঃনির্ভরতা/ COMPLEX INTERDEPENDENCE THEORY

'কমপ্লেক্স আন্তঃনির্ভরতা' মডেলটি রবার্ট ও কেওহান এবং জোসেফ এস নাই দ্বারা 1970 এর দশকের শেষদিকে তৈরি করেছিলেন। এটি প্রচলিত এবং কাঠামোগত বাস্তববাদের মৌলিক অনুমানগুলির পক্ষে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যা রাষ্ট্রীয় আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সামরিক এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। বিপরীতে জটিল আন্তঃনির্ভরতা রাষ্ট্রের বাইরে ট্রান্সন্যাশনাল অভিনেতাদের উত্থানের বিষয়টি তুলে ধরেছে। ফোকাস হ'ল আন্তর্জাতিক সরকার ও সংস্থার উত্থান যা traditional সামরিক সামর্থ্য এবং স্থিতি এবং সুরক্ষার সমস্যার তুলনায় বৈদেশিক নীতি বিষয়ক কল্যাণ ও বাণিজ্যের নতুন গুরুত্বকে ক্ষতিপূরণ দেয়। জটিল আন্তঃনির্ভরতা প্রকৃতপক্ষে নিওলিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণে অরাজকতা ও নির্ভরতার শর্তে একে অপরের সাথে সহযোগী জোটে প্রবেশের ইচ্ছাকে বোঝার প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির (এমএনসি) ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার সময়, এই তত্ত্বটি বর্তমানে বিশ্বায়ন হিসাবে পরিচিত যা প্রত্যাশা করেছিল বলে মনে করা হয়। কেওহান এবং নাই যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরস্পরের নির্ভরতার যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি বদলে গেছে এবং বিশ্ব সকল ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনীতিতে আরও পরস্পরের নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এই তত্ত্বটি বাস্তববাদী এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশ্লেষিত করার চেষ্টা করেছিল। এটি পুরোপুরি বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে নি বরং উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল যে সময়ে সময়ে এমন কিছু পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে বাস্তববাদীদের অনুমান / ব্যাখ্যা যথেষ্ট ছিল না।

কমপ্লেক্স আন্তঃনির্ভরতা এমন একটি তত্ত্ব যা জটিল পদ্ধতির উপর জোর দেয় যাতে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের ফলস্বরূপ, অন্তর্জাতীয় অভিনেতা পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, একে অপরের ক্রিয়াকলাপে ঝুঁকিপূর্ণ এবং একে অপরের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। জটিল আন্তঃনির্ভরতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: "একটি অর্থনৈতিক ট্রান্সন্যাশনালিস্ট ধারণা যা ধরে নিয়েছে যে রাজ্যগুলি একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা নয়, সামাজিক কল্যাণ ইস্যুগুলি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচিতে সুরক্ষা ইস্যুগুলির সাথে কেন্দ্রের মঞ্চে ভাগ করে নেয়, এবং সহযোগিতা দ্বন্দ্বের মতো আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রভাবশালী।" (জেনস্ট)

কমপ্লেক্স আন্তঃনির্ভরতার মূল বৈশিষ্ট্য রবার্ট ও কেওহান এবং জোসেফ এস নাই তাদের বই 'পাওয়ার ও আন্তঃনির্ভরতা: বিশ্ব রাজনীতিতে রূপান্তর' গ্রন্থে জটিল আন্তঃনির্ভরতার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন: -

1-বহুবিধ চ্যানেল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে- বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয়, ট্রান্সজিওশনাল এবং ট্রান্সন্যাশনাল লেনদেন সহ সমিতিগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একাধিক চ্যানেল রয়েছে। এটি বাস্তবতত্ত্বের একক রাষ্ট্র অনুমানের বিরোধী। আন্তঃনির্ভরতার এই জটিল বিশ্বে সরকারী উচ্চবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগই সংযোগকারী সমাজগুলির উত্স নয়, বেসরকারী অভিজাত এবং ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থার মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি এবং ব্যাংকগুলি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃসত্তা সম্পর্কের উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে। এই অভিনেতারা, তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণের পাশাপাশি, "বিভিন্ন দেশে

সরকারী নীতিগুলি একে অপরের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলেছে" সংক্রমণ বেল্ট হিসাবেও কাজ করে। "(কেওহান এবং নাই, 1977: 26)

2-ইস্যুগুলির মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসের উপস্থিতি জটিল আন্তঃনির্ভরতার বিশ্বে, ইস্যুগুলির মধ্যে কোনও শ্রেণিবিন্যাস নেই। দেশীয় ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে বিভাজন রেখা অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের কোনও সুস্পষ্ট এজেন্ডা নেই। এখানে একাধিক সমস্যা রয়েছে যা পরিষ্কার বা ধারাবাহিক শ্রেণিবিন্যাসে সজ্জিত নয়। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, "সামরিক সুরক্ষা ধারাবাহিকভাবে এজেন্ডাকে প্রাধান্য দেয় না।" (কেওহান এবং নাই, 1977: 25) বৈদেশিক বিষয়গুলির এজেন্ডাগুলি এখন আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। বাস্তববাদীদের ধারণা অনুধাবনের বিপরীতে যেখানে সুরক্ষা সবসময়ই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জটিল আন্তঃনির্ভরতায় যে কোনও ইস্যু ক্ষেত্রটি যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে আন্তর্জাতিক কার্যতালিকার শীর্ষে থাকতে পারে।

৩. সামরিক বাহিনীর গৌণ ভূমিকা - বাস্তবের বিশ্বের যে শক্তি দেওয়া হয় সেই কেন্দ্রীয় ভূমিকার বিপরীতে, অর্থাৎ বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দেওয়ার চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা, জটিল আন্তঃনির্ভরতা ধরে নিয়েছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শক্তি কম স্বল্পতার। যখন জটিল আন্তঃনির্ভরতা বিরাজ করে, জোটের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইস্যুতে মতবিরোধের সমাধানে সামরিক বাহিনী অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, তবে একই সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকের সাথে জোটের রাজনৈতিক এবং সামরিক সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কেওহান এবং নাইয়ের মতে, পারস্পরিক প্রভাবের তীব্র সম্পর্ক থাকতে পারে তবে শক্তিটিকে অন্য লক্ষ্য অর্জনের উপযুক্ত উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় না যেমন অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কল্যাণ যা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির প্রভাবগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনিশ্চিত। । (কেওহানে ও নাই, 1977: 28) প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পারমাণবিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক অস্ত্রগুলির কারণে, সমস্ত অভিনেতা যুদ্ধের সর্বাধিক ব্যয় সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং, বিশ্বব্যাপী বিশ্বে বিরোধগুলি সমাধানের মূল নীতিগত সরঞ্জাম হিসাবে সামরিক শক্তির তাত্পর্য হ্রাস পেয়েছে। তবে দর কষাকষির সরঞ্জাম হিসাবে এর ভূমিকা এখনও গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ইস্যু থেকে ইস্যুতে পৃথক হতে পারে। এর ভূমিকা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। অসম্পূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কম নির্ভরশীল অভিনেতা এটিকে দর কষাকষির সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। বাস্তবে শক্তির পরিবর্তনের ভূমিকা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে।

জটিল আন্তঃনির্ভরতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী বলে বলা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্ব একক বিশ্বব্যাপী গ্রামে পরিণত হয়েছে। টয়োটা, আইবিএম এর মতো বড় এমএনসির রাজ্যের তুলনায় বড় বাজেট রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ট্রান্সন্যাশনাল আন্দোলন জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে। তবে এটিও সত্য যে জটিল আন্তঃনির্ভরতা কোনও বৈশ্বিক তত্ত্ব নয়। এটি সর্বদা সর্বত্র ফিট হয় না। এটি পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদির মতো উন্নত বিশ্বে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ শিল্পোন্নত বিশ্ব তাদের উন্নয়নের ব্যয়ে যুদ্ধে যেতে চায় না। যখন উচ্চ ও নিম্ন রাজনীতির কথা আসে, উচ্চ রাজনীতিতে সামরিকভাবে উন্নত দেশগুলির একটি কিনারা থাকে এবং যখন নিম্ন রাজনীতির কথা আসে তখন আবার এই দেশগুলি উপকৃত হয় যারা পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে একীভূত হয়। সামরিক বাহিনী পছন্দসই সরঞ্জাম নয় তবে এটি এখনও কম নির্ভরশীল দেশগুলি তাদের লাভের জন্য ব্যবহার করে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সরঞ্জাম হিসাবে

মিলিটারির তাত্পর্য অস্বীকার করা যায় না। রাজ্যগুলি পেরিফেরি দেশগুলির বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে, যে অঞ্চলে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংহত হয় না, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কসোভোতে বোমা হামলা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ, ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ ইত্যাদি। সুতরাং মূল যুক্তি হ'ল পরিবর্তনের পরেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি, শক্তি এখনও পারস্পরিক নির্ভরশীল বিশ্বে একটি মুদ্রা হিসাবে রয়ে গেছে।

বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব/ WORLD SYSTEM APPROACH

বিশ্ব সিস্টেম তত্ত্ব নির্ভরতা তত্ত্বের সমালোচনার একটি প্রতিক্রিয়া (এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এখনও নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে)। ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস থিওরিটি ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন (1979) দ্বারা বিকাশ করা হয়েছিল।

ওয়ালারস্টাইন প্রাক্তন উপনিবেশগুলি নির্ভরশীল অবস্থায় চিরতরে আটকা পড়ার মতো নয়, এই বিষয়টি গ্রহণ করে; তাদের পক্ষে উন্নয়নের অর্থনৈতিক সিঁড়ি বেয়ে উঠা সম্ভব, তাদের মধ্যে অনেকেই করেছেন। তবে তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ ব্যবস্থার এখনও কিছু দেশ বা দেশের অন্তত অঞ্চলগুলি দরিদ্র হওয়ার প্রয়োজন যাতে তারা শীর্ষস্থানীয় ধনী লোকদের দ্বারা শোষণ করতে পারে। ওয়ালারস্টাইনের তত্ত্বের চারটি অন্তর্নিহিত নীতি রয়েছে:

১. একজনকে অবশ্যই পৃথক দেশকে না দেখে সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। নির্ভরতা থিওরি যুক্তি দেখায় যে দেশগুলি দরিদ্র কারণ তারা অন্য দেশগুলির দ্বারা শোষণ করত। তবে দেশগুলিতে (বা সরকার / দেশ রাষ্ট্রসমূহ) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হ'ল বিশ্লেষণের ভুল স্তর - সরকার আজ ক্ষমতায় কমেছে, অন্যদিকে কর্পোরেশনগুলি আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। গ্লোবাল কর্পোরেশন এবং বৈশ্বিক রাজধানী, জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে এবং দেশীয় রাষ্ট্রগুলি (এমনকি ধনী ব্যক্তিরা) এগুলি নিয়ন্ত্রণে তুলনামূলক শক্তিহীন, সুতরাং দেশগুলি কেন ধনী বা দরিদ্র, তা বোঝার জন্য আমাদের উচিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেশনগুলির পরিবর্তে তাকানো উচিত দেশ। ওয়ালারস্টেইনকে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা বলে যা গ্লোবাল ইকোনমিক ইনস্টিটিশন গঠন করে এবং ধনী ও দরিদ্র সমস্ত দেশ এতে আকস্মিকভাবে জড়িয়ে পড়ে।

২. ওয়ালারস্টেইন বিশ্বাস করেন যে এমডব্লিউএস তিন ধরণের পুঁজিবাদী অঞ্চলের মধ্যে কাঠামোগত সংস্থার সমন্বিত শ্রমের একটি আন্তর্জাতিক বিভাগ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়:

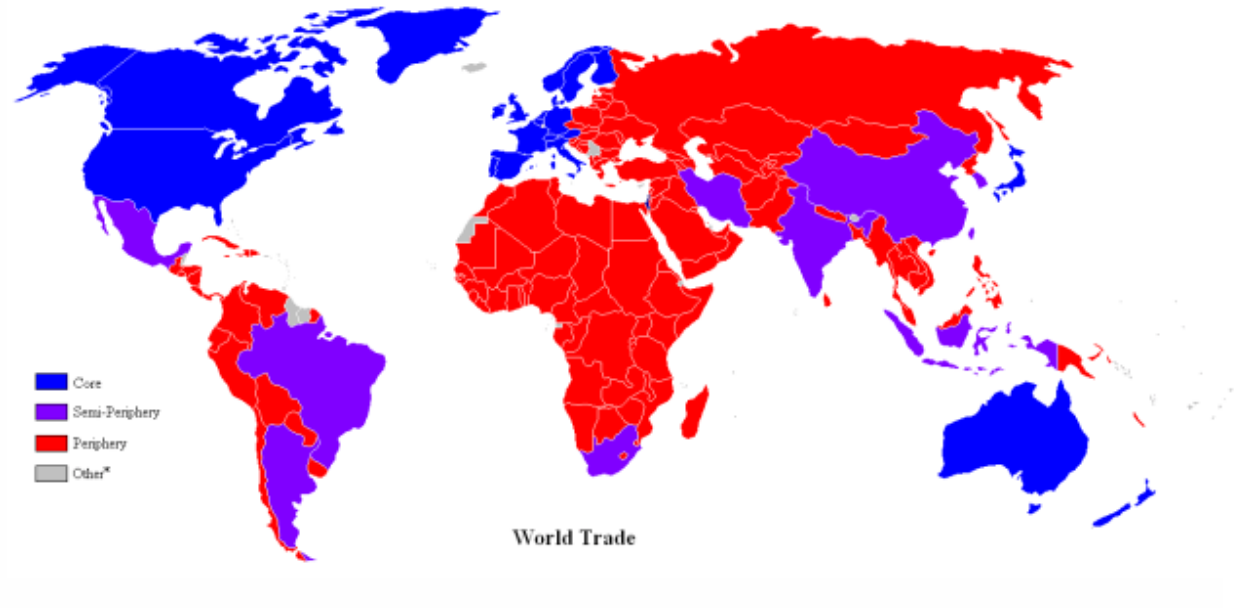

কোর, পেরিফেরি এবং সেমি পেরিফেরি দেশগুলি

, মূল, বা উন্নত দেশগুলি বিশ্ব মজুরি নিয়ন্ত্রণ করে এবং উত্পাদিত পণ্যের উত্পাদনকে একচেটিয়াভূত করে।

Semi আধা পেরিফেরিয়াল জোনে দক্ষিণ আফ্রিকা বা ব্রাজিলের মতো দেশ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা তাদের নগর কেন্দ্রগুলির সাথে মূল সাদৃশ্যযুক্ত তবে গ্রামীণ দারিদ্র্যের ক্ষেত্রগুলিও পেরিফেরিয়াল দেশগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মূল চুক্তিগুলি এই দেশগুলিতে কার্যকর হয়।

• অবশেষে, নীচে পেরিফেরিয়াল দেশগুলি রয়েছে মূলত আফ্রিকাতে, যা মূল এবং আধা পরিধিগুলিতে নগদ ফসলের মতো কাঁচামাল সরবরাহ করে। এগুলি উদীয়মান বাজার যা মূলত তাদের উত্পাদিত পণ্য বাজারজাত করার চেষ্টা করে।

এনবি 'দেশসমূহ' উপরের তিনটি পৃথক অঞ্চল চিত্রিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে প্রযুক্তিগতভাবে আপনি একটি দেশের মধ্যে তিনটি অঞ্চল থাকতে পারেন - চীন এবং ভারতে এমন অঞ্চল রয়েছে যা তিনটি জোনের প্রত্যেকটির জন্য বর্ণনাকারীদের মাপসই করে।

৩. বিশ্ব ব্যবস্থায় দেশগুলি wardর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী মোবাইল হতে পারে। এটি ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের তত্ত্ব এবং ফ্র্যাঙ্কের নির্ভরতা তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম মূল পার্থক্য। ব্রিক দেশগুলির মতো অনেক দেশ পেরিফেরিয়াল দেশ হতে আধা পেরিফেরিয়াল দেশে চলে গেছে। তবে বেশিরভাগ দেশগুলি পেরিফেরিয়াল উপরে উঠে যায় না এবং প্রাক্তন -পনিবেশিক শক্তিগুলি (ধনী ইউরোপীয় দেশগুলি) বৈশ্বিক শৃঙ্খলা হ্রাস করার খুব কম সম্ভাবনা থাকে।

৪. আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা গতিশীল - মূল দেশগুলি দরিদ্র দেশ এবং অঞ্চলগুলি থেকে লাভ আহরণের নতুন উপায় ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলি থেকে লাভ আহরণের নতুন উপায়গুলির তিনটি উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত:

অযৌক্তিক বাণিজ্য বিধি (আমরা পরবর্তী বিষয়টিতে এটি ফিরে আসি) - বিশ্ব বাণিজ্য কোনও স্তরের খেলার ক্ষেত্র নয় - এর সর্বোত্তম উদাহরণ কৃষিতে - কৃষি আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। ইউরোপ এবং আমেরিকাতে অনেক বেশি খাদ্য উত্পাদন ও রফতানি করার

ক্ষমতা রয়েছে তবে ইইউ এবং আমেরিকা তাদের কৃষকদের ভর্তুকি প্রদানের জন্য প্রতি বছর বিলিয়ন ব্যয় করে তাই আমদানি করা আফ্রিকান পণ্যগুলি আরও ব্যয়বহুল বলে মনে হচ্ছে

• পশ্চিমা কর্পোরেশনগুলি কখনও কখনও তাদের অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনুকূল ট্যাক্স চুক্তিগুলির জন্য আলোচনা করে। এখানে একটি ভাল ক্ষেত্রে জাম্বিয়ার খনন সংস্থা গ্লেনকোর - সাম্প্রতিক এই সংস্থাটি জাম্বিয়া সরকারের সাথে তামা খনির জন্য দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির ব্যবস্থা করেছে - এটি জাম্বিয়া থেকে এক বছরে copper 6 বিলিয়ন ডলার তামার রফতানি করে, তবে কেবল ৫০ মিলিয়ন ডলার ট্যাক্স দেয়,

• ল্যান্ড গ্র্যাবস - এগুলি বর্তমানে সমগ্র আফ্রিকা জুড়ে চলছে - যেখানে পশ্চিমা বাজারগুলিতে রফতানি করার জন্য কোনও পশ্চিমা সরকার বা সংস্থা আফ্রিকার হাজার হাজার হেক্টর জমি ক্রয় করে খাদ্য বা বায়োফুল ফসল দিয়ে এটি রোপণের উদ্দেশ্যে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমা সংস্থাগুলি সস্তার জমিটির সুবিধা নেয় এবং দীর্ঘমেয়াদে আফ্রিকান দেশগুলি জমি বিক্রি করার চেয়ে অনেক বেশি লাভ করে। কিছু ক্ষেত্রে জমি দখল নিয়ে পড়াশোনা হাজারো আদিবাসী মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরি মূল্যায়ন

ওয়ালারস্টাইনকে একইভাবে সমালোচনাও করা যেতে পারে নির্ভরতা তাত্ত্বিকদের সমালোচনা করা যেতে পারে - কেবল ধনতন্ত্রের তুলনায় অনুন্নত হওয়ার আরও কারণ রয়েছে - যেমন সাংস্কৃতিক কারণ, দুর্নীতি এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব। ওয়ালারস্টাইন অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদের আধিপত্যকে খুব বেশি জোর দেয় - লোকেরা শোষণ ও নিপীড়িত হতে পারে এমন অন্যান্য উপায় রয়েছে - যেমন অত্যাচারী ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা যেমন। এছাড়াও, কিছু কিছু অঞ্চল এখনও বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নেই - উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভুটানের কিছু উপজাতি সম্প্রদায় বৈশ্বিক পুঁজিবাদ দ্বারা অপেক্ষাকৃত প্রভাবিত রয়ে গেছে।

নির্ভরতা তত্ত্ব /DEPENDENCY SCHOOL

আন্দ্রে গন্ডার ফ্রাঙ্ক (ফেব্রুয়ারী ২,, ১৯২৯ - এপ্রিল ২৫, ২০০)) ছিলেন একজন জার্মান-আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ যিনি ১৯ 1970০-এর পরে নির্ভরতা তত্ত্ব এবং ১৯৮৪-এর পরে ওয়ার্ল্ড-সিস্টেম তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক অর্থনীতিতে কিছু মার্ক্সীয় ধারণাকে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু মার্কসের পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ইতিহাস, এবং সাধারণত অর্থনৈতিক ইতিহাস।

নির্ভরতা তত্ত্ব হ'ল ধারণাটি যে সম্পদগুলি দরিদ্র ও অনুন্নত রাজ্যের একটি "পেরিফারি" থেকে ধনী রাষ্ট্রগুলির "মূল" দিকে প্রবাহিত হয়, পূর্বের ব্যয়কে পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ করে। এটি নির্ভরতা তত্ত্বের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা যে দরিদ্র রাজ্যগুলি "বিশ্বব্যবস্থায়" একীভূত হওয়ার ফলে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি দরিদ্র এবং সমৃদ্ধ দেশগুলি সমৃদ্ধ হয়। এই তত্ত্বটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1960 এর দশকের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিকশিত হয়েছিল, কারণ লাতিন আমেরিকার উন্নয়নের অভাবের জন্য মূল বিষয়টিকে পণ্ডিতরা অনুসন্ধান করেছিলেন।

আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই তত্ত্বটি উত্থিত হয়েছিল, উন্নয়নের পূর্ববর্তী তত্ত্ব যা ধারণ করেছিল যে সকল সমাজ উন্নয়নের একই ধাপে অগ্রসর হয়, যে আজকের অনুন্নত অঞ্চলগুলি অতীতের কোনও এক সময়ে আজকের উন্নত অঞ্চলের মতো একই অবস্থার মধ্যে

ছিল, এবং সেই কারণেই, অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে তোলার কাজ হ'ল বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং বিশ্ববাজারে আরও ঘনিষ্ঠ সংহতকরণের মতো বিভিন্ন উপায়ে উন্নয়নের এই অনুমিত সাধারণ পথ ধরে তাদের ত্বরান্বিত করা। নির্ভরতা তত্ত্ব এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে, যুক্তি দিয়ে যে অনুন্নত দেশগুলি কেবল উন্নত দেশগুলির আদি সংস্করণ নয়, তবে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং কাঠামো রয়েছে; এবং, গুরুত্বপূর্ণ, একটি বিশ্ববাজার অর্থনীতিতে দুর্বল সদস্য হওয়ার পরিস্থিতিতে রয়েছে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বটির এখন আর অনেক সমর্থক নেই, যদিও কিছু লেখক সম্পদের বৈশ্বিক বিভাজনের কাছে ধারণাগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে এটির ধারাবাহিক প্রাসঙ্গিকতার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। নির্ভরতা তাত্ত্বিকদের সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: উদারপন্থী সংস্কারবাদী এবং নব্য-মার্কসবাদী। উদারপন্থী সংস্কারবাদীরা সাধারণত লক্ষ্যবস্তু নীতিগত হস্তক্ষেপের পক্ষে হন, যখন নব্য-মার্কসবাদীরা একটি কমান্ড কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী।

J. ANN TICKNER 'S FEMINIST PRESPECTIVE IN INTERNATIONAL RELATIONS

জুডিথ অ্যান টিকনার (জন্ম ১৯৩37) তিনি অ্যাংলো-আমেরিকান নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (আইআর) তাত্ত্বিক। টিকনার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন ডিসির স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেসের বাসভবনে বিশিষ্ট পন্ডিত scholar টিকনার ২০০ Stud থেকে 2007 পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশনের (আইএসএ) সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন; যদিও তিনি আইএসএর প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি ছিলেন না, তিনি আইএসএর প্রধান হিসাবে প্রথম নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (আইআর) তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক ছিলেন। তার বইগুলির মধ্যে রয়েছে জেন্ডারিং ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স: ইস্যু এবং পদ্ধতির উত্তর-শীত যুদ্ধের যুগ (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০১), লিঙ্গ ইন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক সুরক্ষা অর্জনে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, 1992) এবং স্ব-রিলায়েন্স ভার্সেস পাওয়ার রাজনীতি: নেশন-স্টেটস নির্মাণে আমেরিকান এবং ভারতীয় অভিজ্ঞতা (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, 1987)।

জে অ্যান টিকনার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করেছেন(আইআর) লিঙ্গ / এর তাত্পর্য স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে মানব নিপীড়ন। তিনি 'পুরুষধারার' আইআরকে যেভাবে চ্যালেঞ্জ জানায়

ধারণাটি তৈরি করা হয়েছে, পুরুষতত্ব ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে নয়

তবে এমন একটি 'হেজমনিক পুংলিঙ্গ' যা কোনটি পুরুষালিটিকে সংজ্ঞায়িত করে

পুরুষদের উচিত নারীত্বের বিরোধিতা করে, যার মূল্য কম।

মহিলারা শৃঙ্খলায় শক্তিশালী শক্তি নয়, এবং জ্ঞান অর্জন করেছেন

মহিলাদের অভিজ্ঞতা থেকে অনুশাসনের মার্জিনে থেকে যায়

বিশ্লেষণ। অধ্যাপক টিকনারের কাছে এটি স্পষ্ট যে জেন্ডার উপলব্ধিগুলি রয়েছে

আইআর-তে, দাবিযুক্ত 'লিঙ্গ নিরপেক্ষতা' এবং 'উদ্দেশ্যমূলকতা' দ্বারা আড়াল। ভিতরে

অন্য কথায়, মহিলা এবং লিঙ্গ উভয়ই দৈনিকের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

আইআর এর অপারেশন এবং বৃত্তি, তবুও তাদের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় না
বা বেশিরভাগ তাত্ত্বিকদের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় না। নারীবাদী আইআর এর লক্ষ্য দ্বৈত: খোদাই করা
লিঙ্গের জন্য যেখানে এটি আইআর-তে বিদ্যমান রয়েছে এবং জেন্ডার ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য স্থান ছাড়িয়েছে
সহযোগী বৃত্তি মধ্যে ধারণা। এই শিরায়, নারীবাদী আইআর তত্ত্ব চ্যালেঞ্জ করে
বিভিন্ন স্তরের আইআর তত্ত্বের প্রতিটি প্রচলিত বিভাগ
শৃঙ্খলা এবং উত্থাপন মধ্যে প্রধান তাত্ত্বিক বিতর্ক অবদান
বিশ্লেষণের নতুন ক্ষেত্রগুলি।

জে আন টিকনারের নারীবাদ লিঙ্গের জন্য উল্লেখযোগ্য স্থান তৈরি করেছে
আইআর বৃত্তি এবং এর এখন শক্তিশালী উপক্ষেত্র বিশ্লেষণের একটি পরিবর্তনশীল।
তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে আইআর শৃঙ্খলার প্রভাবশালী দৃষ্টান্তকে চ্যালেঞ্জ জানালেন এবং
সুরক্ষার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে এর শীর্ষ-নীচে, কেন্দ্রিক কেন্দ্রিক করে তোলা হয়েছে
পন্থা নারীবাদীরা বেশিরভাগ ডাউন-আপ মাইক্রো থেকে আসে
বিশ্লেষণ স্তর, আক্রমণ, উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধ যে লড়াই করা হয় যে ভিত্তিতে
মহিলা এবং শিশুদের রক্ষা করতে। বিপরীতে, তারা তর্ক করে, কিছুটা হলেও
যে যুদ্ধগুলি সহিংসতা, গণধর্ষণ, শরণার্থী সংকট এবং ব্যাপক পতিতাবৃত্তি প্রজনন করে,
মহিলাদের উপর তাদের প্রভাব নিষ্ঠুর। ঘরোয়া মত বিষয় উত্থাপন করেসহিংসতা, ধর্ষণ এবং পতিতাবৃত্তি টিকনার একটি মানবাধিকারের মাত্রা দেযতার বিবরণ। তিনি এখন পর্যন্ত প্রচলিত বিষয় দ্বারা উপেক্ষা করা বিষয়গুলিতেও তীব্র প্রতিবাদ করেছে আইআর, যেমন গণতন্ত্রকরণ, মহিলা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা, মানদণ্ড এবং মানবাধিকার। তিনি লিঙ্গ বোঝা লোড চ্যালেঞ্জ বাইনারি বিরোধী, যৌক্তিক / সংবেদনশীল বা সর্বজনীন / ব্যক্তিগত জন্য উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমে যেমন পড়াশোনা করা হয়েছে তেমন আইআর(INTERNATIONAL RELATIONS) স্কলারশিপে, কারণ তারা পণ্য পশ্চিমা আলোকিতকরণের। এই জ্ঞান traditionতিহ্য উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় দেহ (প্রকৃতি) থেকে মনের বিচ্ছেদ (কারণ) এবং তাই হ্রাস পায় মহিলারা 'জ্ঞানী' হিসাবে। টিকনারও পদ্ধতিগত পরিপূরক নতুন পদ্ধতি নৃতাত্ত্বিক চিত্র, বক্তৃতা সংহত করে আইআর এর পুস্তক বিশ্লেষণ এবং, বিশেষত, তার অভিনব স্টাইলের সংলাপ এবং কথোপকথন বিশ্লেষণের সরঞ্জাম হিসাবে। অধ্যাপক টিকনারের মতে, নারীবাদীকে সন্তুষ্ট করার জন্য লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির জন্য মানদণ্ডকে লিঙ্গ স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা একটি আইআর তত্ত্ব মূল্যায়ন করা হয় (i) এটি সামাজিক আলোচনার অনুমতি দেয় অর্থ নির্মাণ; (ii) এটি historicalতিহাসিক পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আলোচনা করে; এবং (iii) এটি শক্তি সম্পর্কে তাত্ত্বিকতাটিকে এমনভাবে অনুমতি দেয় যাতে লুকানো শক্তি উদ্ভাসিত হয় সম্পর্ক। অধ্যাপক টিকনার গবেষণা পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে যান
আইআর নারীবাদ দ্বারা (i) নৃতাত্ত্বিক চিত্র এবং (ii) বক্তৃতা অনুসারে প্রস্তাবিত
বিশ্লেষণ (টিকনার, 2001)